275500 - কুরআনে কারীমের কোন সূরাকে নিয়ে বিদ্রূপাত্মক কৌতুক করা থেকে সতর্কীকরণ

প্রশ্ন

প্রশ্ন: দুঃখের বিষয় হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে আমার কাছে এ মেসেজটি এসেছে “তারা জনৈক ফাসেক রোযাদারকে জিজ্ঞেসে করল: রমযান মাসে আপনার অন্তরের অধিক নিকটবর্তী সূরা কোনটি...?! উত্তরে সে বলল: মায়িদা (খাবারের দস্তরখান), দুখান (ধোঁয়া) ও নিসা (নারী)!!!” আশা করি, এ ধরণের কৌতুক করার বিধান স্পষ্ট করবেন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

উল্লেখিত কথা চরম গর্হিত এবং আল্লাহ্‌র বাণীর সাথে ঠাট্টা-মশকরা; যে বাণী হচ্ছে মহান ও সর্বাধিক সম্মানিত। যে বাণীকে উপহাসকারী কাফের ও কঠিন শাস্তির হুমকিপ্রাপ্ত। যেমনটি আল্লাহ্‌ তাআলা বলেছেন: “মুনাফেকেরা ভয় করে তাদের সম্পর্কে এমন এক সূরা না নাযিল হয়, যা ওদের অন্তরের কথা ব্যক্ত করে দেবে! বলুন, ‘তোমরা বিদ্রূপ করতে থাক; তোমরা যে ভয় করছ নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা বের করে দেবেন। আর আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেসে করলে অবশ্যই তারা বলবে, ‘আমরা তো আলাপ-আলোচনা ও খেল-তামাশা করছিলাম।’ বলুন, ‘তোমরা কি আল্লাহ্‌, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলকে নিয়ে বিদ্রূপ করছিলে? ওজর পেশ করো না। ঈমান আনার পর তোমরা কুফরী করেছ। আমরা তোমাদের মধ্যে কোন দলকে ক্ষমা করলেও অন্য দলকে শাস্তি দিবে। কারণ তারা অপরাধী।”[সূরা তাওবা, আয়াত: ৬৪-৬৬]

এ ধরণের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে কেবল নির্বোধ ও আল্লাহ্‌র সীমারেখার ব্যাপারে বেপরোয়া ব্যক্তিবর্গই লিপ্ত হতে পারে; যারা দাবী করে যে, আমরা কৌতুক ও বিনোদন করছিলাম; ঠিক ঐ সমস্ত লোকদের মত যাদের সম্পর্কে এই আয়াতে কারীমাটি নাযিল হয়েছিল।

ইমাম তাবারী তাঁর তাফসির গ্রন্থে (১৪/৩৩৩) সাদ থেকে, তিনি যায়েদ বিন আসলাম থেকে বর্ণনা করেন যে: তাবুক যুদ্ধের সময় মুনাফিকদের এক লোক আউফ বিন মালেক (রাঃ) কে বলেন: আমাদের এ সব ক্বারীদের একি অবস্থা তারা পেটের ব্যাপারে আমাদের সকলের চেয়ে বেশি আগ্রহী, আমাদের মধ্যে বেশি মিথ্যাবাদী এবং যুদ্ধের ময়দানে তারা বেশি ভীরু? তখন আউফ তাকে বললেন: তুমি মিথ্যা বলেছ; বরং তুমি মুনাফিক। অবশ্যই আমি তোমার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লামকে জানাব। তখনি আউফ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানানোর জন্য চলে গেলেন। গিয়ে দেখলেন যে, তার আগেই কুরআন নাযিল হয়ে গেছে। যায়েদ বলেন: আব্দুল্লাহ্‌ বিন উমর (রাঃ) বলেন: আমি দেখলাম সে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উটের রশির সাথে লটকানো অবস্থায় পাথরের আঘাত খাচ্ছে আর বলছে: 'আমরা তো আলাপ-আলোচনা ও খেল-তামাশা করছিলাম।' আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে লক্ষ্য করে বলছিলেন: "তোমরা কি আল্লাহ্‌, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলকে নিয়ে বিদ্রূপ করছিলে?" এর বেশি বাড়াতেন না।

আবু বকর ইবনুল আরাবী তাঁর তাফসির গ্রন্থে (২/৫৪৩) বলেন: "তারা যা বলেছিল তা হয়তো মন থেকে বলেছিল কিংবা ঠাট্টাচ্ছলে বলেছিল। যেভাবেই বলুক না কেন: এটা কুফরি। কেননা কুফরি দিয়ে ঠাট্টা করাও কুফরি– এ নিয়ে উম্মতের মাঝে কোন মতভেদ নেই। আর বাস্তব তথ্য হচ্ছে হক্ক ও জ্ঞানের ভাই। আর ঠাট্টা-মশকরা হচ্ছে- বাতিল ও অজ্ঞতার ভাই।[সমাপ্ত]

এই মহান সূরাগুলোতে রয়েছে বিভিন্ন বিধি-বিধান, নানাবিধ অনুশাসন ও ওয়াজ-নসিহত। মুমিন ব্যক্তি এ সূরাগুলোকে ভালবাসে; কেননা এগুলো আল্লাহ্‌র বাণী। এ কারণে নয় যে, এগুলোতে দস্তরখান (মায়িদা), কিংবা নারী (নিসা) এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। থাক তো এটাকে পেট ও যৌনাঙ্গের চাহিদা পূরণ থেকে নিষিদ্ধ রোগপালনকারীর সাথে সম্পৃক্ত করা হবে।[সমাপ্ত]

এই বিশ্রী কৌতুকটিতে আল্লাহ্‌র বাণীর অর্থকেও বিকৃত করা হয়েছে। ইসলামে যা নিষিদ্ধ ও গর্হিত এমন কিছুকে আল্লাহ্‌র বাণীর অর্থ ধরা হয়েছে। ধোঁয়া কিয়ামতের একটি আলামত ও নিদর্শন। এই বিদ্রূপকারী ও তার মত লোকেরা যে ধোঁয়া (সিগারেট) পান করার আকাঙ্ক্ষী এটা সে ধোঁয়া নয়। আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন: "অতএব আপনি অপেক্ষা করুন সেই দিনের যেই দিন স্পষ্ট ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হবে আকাশ, তা আবৃত করে ফেলবে লোকদেরকে। এটা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (তারা বলবে) হে আমাদের রব! আমাদের থেকে শাস্তি দূর করুন, নিশ্চয় আমরা মুমিন হব। তারা কি করে উপদেশ গ্রহণ করবে? অথচ ইতোপূর্বে তাদের কাছে এসেছে স্পষ্ট এক রাসূল।"[সূরা আল-দুখান, আয়াত: ১০-১৩]

যে ব্যক্তির কাছে এ মেসেজটি পাঠানো হয়েছে তার কর্তব্য হচ্ছে এর প্রতিবাদ করা এবং এ মেসেজ প্রেরণকারীকে উপদেশ দেয়া, সে যেন এ মেসেজ পুনরায় প্রচার না করে। যেহেতু এই মেসেজে আল্লাহ্‌র সাথে কুফরি রয়েছে এবং আল্লাহ্‌র কালামের সাথে বিদ্রূপ রয়েছে।

জিহ্বার যাবতীয় অর্জন থেকে সাবধান থাকা আবশ্যক। কারণ একটি মাত্র কথা ব্যক্তিকে পূর্ব-পশ্চিমের মাঝে যেমন দূরত্ব জাহান্নামের এমন অতলে নিক্ষেপ করে।

সহহি বুখারী (৬৪৭৮) ও সহহি মুসলমি (২৯৮৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) থকেে বর্ণতি হয়ছে যে, তনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছেনে য,ে নশ্চিয় বান্দা আল্লাহ্র সন্তুষ্টমিূলক এমন এক কথা বলে ফলে;ে যে কথাকে বান্দা তমেন কছিু মনে করে না; কন্িতু আল্লাহ্ এই কথার মাধ্যমে তার মর্যাদা উন্নীত করনে। এবং নশ্চিয় বান্দা আল্লাহ্র ক্রোধ উদ্রকেকারী এমন কোন কথা বলে ফলে,ে বান্দা সে কথাকে তমেন কছিু মনে করে না; কন্িতু এই কথার কারণে আল্লাহ্ তাকে জাহান্নামরে অতলে নক্িষপে করনে।”

সহহি বুখারী (৬৪৭৭) ও সহহি মুসলমি (২৯৮৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছেনে য,ে তনি বলনে: নশ্চিয় বান্দা এমন এক কথা বলে ফলে,ে যে (তথ্যরে) ব্যাপারে সে নশ্চিতি হয়নি; এ কথার কারণে সে ব্যক্তি পূর্ব দগিন্তরে চয়েে গভীর জাহান্নামরে অতলে নমিজ্জতি হব।ে

সুনানে তরিমযিি (২৩১৯) ও সুনানে ইবনে মাজাহ (৩৯৬৯) গ্রন্থে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে সাহাবী বলিাল বনি হারছে আল-মুযানি থকেে বর্ণতি তনি বলনে, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছেি তনি বলনে: “তোমাদরে কউে আল্লাহ্র সন্তুষ্টমিূলক এমন কথা বল,ে সে কথা এত বশেি প্রসারতা পায় যা ঐ বান্দা নজিওে ধারণা করনেি। এর প্রতফিলে আল্লাহ্ সে ব্যক্তরি আমলনামায় তার সাথে সাক্ষাতরে দনি পর্যন্ত তার সন্তুষ্টি লখিে দনে। নশ্চিয় তোমাদরে কউে আল্লাহ্র ক্রোধ উদ্রকেকারী এমন কথা বল;ে সে ব্যক্তি নজিওে ধারণা করে না যে এ কথা এমন পর্যায়ে পৌঁছব।ে এর প্রতফিলে আল্লাহ্ সে ব্যক্তরি আমলনামায় তার সাথে সাক্ষাতরে দনি পর্যন্ত তার অসন্তুষ্টি লখিে রাখনে।[আলবানী ‘সহহিুত তরিমযিি’ গ্রন্থে হাদসিটকিে সহহি বলছেনে]

আমরা আল্লাহ্র কাছে নরিাপত্তা চাই।

সকলরে জনে রাখা উচতি: আলমেগণরে সর্বসম্মতক্রিমে কুফরি দযি়ে রসকিতা করাও কুফর।ি যমেনটি ইতপিূর্বে ইবনুল আরাবীর উক্তত িউল্লখে করা হয়ছে।ে এর জন্যে ব্যঙ্গ-বদ্রিূপ উদ্দশে্য হওয়া শর্ত নয়।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলনে: এক্ষত্রেে তনিটি স্তর রয়ছে:ে

১. কথা ও গালি উভয়টি উদ্দশে্য হওয়া। এটি মন থকেে যারা বদ্রিূপ করে তাদরে কাজ। যভোবে ইসলামরে শত্রুরা ইসলামকে গালি দযি়ে থাক।ে

২. শুধু কথাটি উদ্দশে্য হওয়া; গালি নয়। অর্থাৎ রসকিতা করে গালি নর্িদশে করে এমন কথাকে উদ্দশে্য করা; সরিয়িাসলি নয়। এ ব্যক্তরি হুকুমও প্রথম স্তররে ব্যক্তরি ন্যায়- সে কাফরে হয়ে যাব।ে যহেতেু এটি বদ্রিূপ ও ঠাট্টা।

৩. কথাও উদ্দেশ্যে নয়; গালিও উদ্দেশ্যে নয়। বরং জিহ্বার স্খলন ঘটে এমন কিছু বলে ফেলে যা গালি নির্দেশ করে; কিন্তু আদৌ কোন উদ্দেশ্যে ছিল না। কথাও উদ্দেশ্যে ছিল না; গালিও উদ্দেশ্যে ছিল না। এ ব্যক্তিকে এ কাজের জন্য দোষী করা হবে না। এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে: “তোমাদের অনর্থক শপথের জন্য আল্লাহ্ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না।”[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ২২৫] এ ধরণের শপথ হচ্ছে এমন– কেউ তার কথার মাঝখানে বলে ফেলল: ‘লা, ওয়াল্লাহ্ (আল্লাহ্র শপথ এমনটি নয়) কিংবা বলে ফেলল: বালা, ওয়াল্লাহ্ (হ্যাঁ; আল্লাহ্র শপথ); অর্থাৎ শপথটা বক্তার উদ্দেশ্যে নয়। তাই এ ধরণের কথার ক্ষেত্রে শপথের হুকুম প্রযোজ্য হবে না। ঠিক এভাবে মানুষের মুখে উদ্দেশ্যহীনভাবে কোন কিছু চলে আসলে সেটার ক্ষেত্রে হুকুম প্রযোজ্য হবে না।”[নুরুন আলাদ দারব ফতোয়াসমগ্র থেকে সংকলিত]

আল্লাহ্ই ভাল জানেন।